History of decipherment of ancient Indian scripts:

প্রাচীন ভারতীয় লিপিসমূহের পাঠোদ্ধারের ইতিহাস:

Tanmay Kumar Sing

প্রাচীন ভারতীয়লিপি গবেষণার ইতিহাসের পাতায় আলোকপাত করলে দেখা যায় যে, ভারতবাসী তথা প্রাচীন ভারতীয় পন্ডিতগন যাঁরা হস্তলিখিত পুঁথিপাঠে পারদর্শী ছিলেন, তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধারে অসমর্থ ছিলেন। বিশেষতঃ ষষ্ঠ শতক ও তার পূর্ববর্তী সময়ের লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার বিষয়ে তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন। যার প্রমাণ পাওয়া যায় 'শম্স-ই-সিরাজ ইলিয়ট' গ্রন্থে, যখন চতুর্দশ শতাব্দীতে ফিরোজ শাহ তুঘলক সম্রাট অশোকের টোপরা ও মেরঠের শিলালিপির পাঠোদ্ধারের জন্য অনেক সংস্কৃত বিদ্বানকে আমন্ত্রণ জানান, তখন দেখা যায় যে ঐ সকল বিদ্বানগণ কর্তৃক ঐসকল লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তথাপি 'আকবরনামা' থেকে জানা যায় যে, মহান মুঘল সম্রাট আকবরও ঐসমস্ত লিপির বিষয়ে অতীব জিজ্ঞাসু ছিলেন। কিন্তু সেই সময়েও ঐসমস্ত লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তৎকালীন সময়ে ঐসমস্ত লিপির ব্যাপারে ভারতীয়দের মধ্যে এই কল্পকাহিনী বিদ্যমান ছিল যে, ঐসমস্ত লিপি পৈশাচী ভাষায় মুদ্রিত পঞ্চপান্ডবের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী। ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে ভারতবাসীর এই অজ্ঞতার বা উদাসীনতার কারণ হলো, দ্বাদশ শতকের অন্তিম দশকে দেশে বিরাজিত অব্যবস্থা এবং তার পরিণামস্বরূপ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক অস্থিরতা। যদিও তৎপরবর্তীকালীন লিপি সমূহ অর্থাৎ সপ্তম-অষ্টম শতকের পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত লিপিসমূহ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার পণ্ডিতগণ পাঠ করতে পারতেন। কিন্তু ভারতীয় লিপি গবেষণার ইতিহাসে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে ইংরেজদের ভারত আগমনের পর, যখন ১৫ই জানুয়ারী ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্সের অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় দ্য এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় এবং এরপরই ভারতবর্ষ তার বৌদ্ধিক জিজ্ঞাসা ও স্থিরতা লাভ করে। সমকালীন সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম এই সংস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে অনেক প্রাচীন পুঁথি, বইপত্র, তাম্রসনদ, মুদ্রা, প্রতিকৃতি, ছবি ও আবক্ষমূর্তি প্রভৃতি। এই সংস্থা নির্মাণের পরই দেখা যায় যে, বিভিন্ন ইউরোপীয় ও ভারতীয় গবেষকগণ প্রাচীন ভারতীয় লিপি সমূহের গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম লাভ করেন। এভাবেই ভারতবর্ষের প্রাচীন লিপিসমূহের পাঠোদ্ধার কার্য শুরু হয়।

প্রাচীন ভারতীয় লিপির পাঠোদ্ধার কার্যকে মূলত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়-

১. প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির (৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) পাঠোদ্ধারের ইতিহাস।

২. পরবর্তী ব্রাহ্মী লিপির (৩৫০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালীন) পাঠোদ্ধারের ইতিহাস।

৩. খরোষ্ঠী লিপির (চতুর্দশ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে তৃতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত) পাঠোদ্ধার ইতিহাস।

এছাড়াও সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত অভিলেখসমূহের পাঠোদ্ধারের ইতিহাস।

১. প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধারের ইতিহাস: প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিসমূহ অর্বাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে প্রাচীন হওয়ার জন্য এদের পাঠোদ্ধার করা ছিল খুব কঠিন ব্যাপার। তথাপি এই লিপির প্রতি সর্বপ্রথম পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ইলোরা গুহায় চিত্রিত ব্রাহ্মী লিপির মাধ্যমে। ১৭৯৫ সালে স্যার চার্লস মেলেট এই শিলালিপির প্রতিলিপি (স্ট্যাম্পেজ) প্রস্তুত করেন এবং তিনি তা পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর নিকট প্রেরণ করেন। জোন্স সাহেব তা পাঠের জন্য বিলফোর্ডের নিকট পাঠান। কিন্তু বিলফোর্ড এক সংস্কৃত পন্ডিতের মিথ্যা পথপ্রদর্শনে ওই লিপির সঠিক পাঠোদ্ধারে ব্যর্থ হন। এইভাবে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি পাঠের প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

প্রারম্ভিক ব্রাহ্মীলিপি পাঠের এই প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর চার্লস ল্যসন ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মী লিপিতে মুদ্রিত হিন্দু-যবন রাজা অগাথোক্লিজ-এর মুদ্রাপ্রশস্তি পাঠের প্রয়াস করেন। কিন্তু প্রশস্তির ক্ষুদ্রতার কারণে কয়েকটি মাত্র ব্রাহ্মী অক্ষরই স্পষ্টভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারের এই সমস্ত ব্যর্থ প্রয়াসের পর স্পষ্টরূপে এই লিপি পাঠ এর কৃতিত্ব অর্জন করেন জেমস প্রিন্সেপ। তিনি ১৮৩৪-১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াগের নিকট রধিয়া ও মথিয়া থেকে প্রাপ্ত প্রতিলিপিকে দিল্লির স্তম্ভলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন এবং তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, এই চারটি অভিলেখ একই। এর থেকে তিনি উৎসাহিত হয়ে উক্ত লিপিসমূহের বর্ণ বিশ্লেষণ করেন এবং জানতে পারেন যে, গুপ্তকালীন লিপিতে বর্তমান মাত্রাসমূহের সংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। এইভাবে অনবরত শিলালেখ তথা অভিলেখের সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়নের দ্বারা জেমস প্রিন্সেপ প্রাচীন ব্রাহ্মী ও পরবর্তীকালীন ব্রাহ্মী লিপি তথা গুপ্তযুগের লিপি সমূহের মধ্যে একাত্মতা প্রতিস্থাপন করেন।

প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত শিলালেখ সমূহের (বিশেষতঃ অশোকের শিলালিপি সমূহের) অধিকাংশরই ভাষা ছিল প্রাকৃত ভাষা। এভাবেই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের সমস্ত লিপির মূল ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারের পর সমস্ত অভিলেখসমূহের পাঠোদ্ধারকার্য সহজতর হয়ে

উঠেছিল। যার ফলস্বরুপ ব্রাহ্মী বর্ণ সমূহের এক পূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক সূচি প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

২.পরবর্তী ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারের ইতিহাস: কলকাতায় দ্য এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার ঠিক পর মুহূর্তেই ব্রাহ্মী অভিলেখ সমূহের প্রতিলিপি প্রস্তুত ও তাদের পাঠোদ্ধার শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স অখন্ড বাংলার দিনাজপুর জেলা থেকে প্রাপ্ত পাল রাজা নারায়ণ পালের বোদল স্তম্ভলেখের পাঠোদ্ধার করেন। ব্রাহ্মী লিপি পাঠের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ওই বর্ষেই পন্ডিত রাধাকান্ত শর্মা কর্তৃক চৌহান রাজ বীসলদেবের দিল্লি টোপরা লিপির (১২২০ খ্রিস্টাব্দ) পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ওই সমস্ত অভিলেখ সমূহের পাঠোদ্ধার অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, কারণ এগুলির প্রতিস্থাপন কাল অতিপ্রাচীন ছিলনা। ঐ বৎসরেই জে.এইচ. হ্যারিংটন(J.H.Harington) মৌখরীরাজ অনন্তবর্মার নাগার্জুনী ও বারাবর গুহালেখের আবিষ্কার করেন, যা পূর্বপ্রাপ্ত পাল ও চৌহান লিপির থেকেও প্রাচীন ছিল। ১৭৮৫-১৭৮৯ সালের মধ্যে চার্লস উইলকিন্স (Charles Wilkinson) উক্ত লিপির পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে গুপ্তযুগীয় লিপির প্রায় অর্ধেক অক্ষর পাঠে কৃতকার্য হন। মহান ঐতিহাসিক কর্নেল জেমস টড ১৮১৮-১৮২৩ সালে রাজস্থান, মধ্যভারত ও গুজরাট থেকে কিছু অভিলেখ সংগ্রহ করেন। ঐ সমস্ত অভিলেখ সমূহের সময়কাল সপ্তম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী। তিনি যতি জ্ঞানচন্দ্রের সহায়তায় ঐ সমস্ত অভিলেখ সমূহের কিছুসংখ্যকের পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। এরপর ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যাবিংটন (Babington) মামল্লপুরম থেকে প্রাপ্ত সংস্কৃত ও তামিল অভিলেখের উপর ভিত্তি করে এক বর্ণসূচি প্রস্তুত করেন।

গুপ্তকালীন লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার শুরু হয় ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে যখন ক্যাপ্টেন টায়ার (Captain Tyre) সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগপ্রশস্তির একটি অংশের পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন। ডঃ মিল (Dr. Mill) প্রয়াগ স্তম্ভলেখের পাঠোদ্ধারে অধিক সফল হন এবং তিনি ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের ভিতরী স্তম্ভলেখের পূর্ণরূপে পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন। ঠিক ঐ সময়েই ডব্লিউ. এইচ. বাথন গুজরাট থেকে প্রাপ্ত বল্বন রাজাদের মুদ্রালেখের পাঠোদ্ধার করেন। তবে এর মধ্যে জেমস প্রিন্সেপের কার্য অধিক তাত্ত্বিক ও সফল ছিল। তিনি দিল্লি, কোহিমা, এরণ, সাঁচি, অমরবতী, গিরনার থেকে প্রাপ্ত অভিলেখসমূহের সঠিক পাঠোদ্ধারে সমর্থ হন। এর দ্বারা গুপ্ত লিপির পঠনকার্য পূর্ণতা লাভ করে এবং গুপ্ত কালীন অক্ষর সমুহের একটি পূর্ণ সূচি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়।

৩. *খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারের ইতিহাস:* ডানদিক থেকে বামদিকে লিখিত খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পন্ডিতদের অবদান অগ্রগণ্য। এদের মধ্যে ম্যন্সন, জেমস প্রিন্সেপ, ই. মরিস, জেনারেল কানিংহাম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। খরোষ্ঠী লিপি; শিলালেখ, ধাতুপ্লেট, পাত্র, মুদ্রা, প্রস্তরখন্ড, আফগানিস্থানের এক স্তুপ থেকে প্রাপ্ত ভোজপত্রের বা বার্চের ছালের টুকরো, চীনের খোতনপ্রদেশ থেকে প্রাপ্ত ভোজপত্রের উপর লিখিত ধম্মপদ পুস্তক থেকে পাওয়া যায়। ধম্মপদের এই অনুলিপি সম্ভবতঃ কুষাণ আমলে গান্ধারে লেখা হয়েছিল। এই ধম্মপদে ব্যবহৃত উপভাষার সঙ্গে সম্রাট অশোকের শাহবাজগড়ীর অনুশাসনের ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে। পণ্ডিতগণের মতে লিপি কর ও ব্যবসায়ীদের নিকট এই লিপি হয়তো অধিক জনপ্রিয় ছিল।

কর্নেল জেমস পড় যবন, শক, পহ্লব ও কুষাণ যুগের অনেক মুদ্রা সংগ্রহ করেন, যাদের কাল আনুমানিক ১৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এই সকল মুদ্রার একদিকে ছিল গ্রীক অক্ষরে লেখা বিরুদ(নাম) এবং অপরদিকে ছিল খরোষ্ঠীটি অক্ষরে লেখা নাম। তাই সেগুলির পাঠোদ্ধার তখন সম্ভব হয়নি। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল বেন্তুরা মালিক্যালা স্তুপখননের সময় অনেক মুদ্রা ও দুটি খরোষ্ঠী অভিলেখ খুঁজে পান। কিন্তু তিনিও তার পাঠোদ্ধারে অসমর্থ হন। স্যার আলেকজান্ডার বার্নসও গ্রীক এবং খরোষ্ঠী নাম যুক্ত অনেক মুদ্রা সংগ্রহ করেন। কিন্তু তিনিও মুদ্রাস্থিত ঐসকল খরোষ্ঠী নাম পাঠে অসফলতা লাভ করেন।

আফগানিস্তানে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় ম্যন্সন জানতে পারেন যে, মুদ্রার একদিকে গ্রীক লিপিতে যে বিরুদ বা নাম লেখা রয়েছে, ঠিক একই নাম অপরদিকে খরোষ্ঠী ভাষায় লেখা রয়েছে এবং তখন তিনি খরোষ্ঠী চিহ্ন সম্পর্কে অবগত হন। জেমস প্রিন্সেপও তখন ঐ সকল চিহ্নের দ্বারা তাঁর নিকট বর্তমান মুদ্রার পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন। গ্রিক লিপির সহায়তায় ঐ সমস্ত খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে ১২জন রাজার নাম এবং ৬ উপাধি বিষয়ে অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। পূর্বে এরূপ ধারণা করা হতো যে, খরোষ্ঠী লিপির ভাষা হয়তো পহ্লবী। কিন্তু ১৮৩৮ সালে পণ্ডিতগণ জানতে পারেন যে, এই লিপির ভাষা প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত। এইভাবে গ্রিক লিপির সহায়তায় খরোষ্ঠী লিপির অনেক অক্ষরের পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। জেমস প্রিন্সেপ খরোষ্ঠী লিপির ১৮টি বর্ণ, ই নরিস ৬টি বর্ণ এবং জেনারেল কানিংহাম অবশিষ্ট বর্ণ সমূহের পাঠের দ্বারা খরোষ্ঠী লিপির একটি পূর্ণ বর্ণসূচি প্রস্তুত করেন। এইভাবে মুদ্রায় লিখিত খরোষ্ঠী লিপির পাঠ সম্পন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা অশোকের শাহবাজগড়ী স্তম্ভলেখ এবং টাঙ্গুয়ার দ্বিভাষী (খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী) অভিলেখের(কয়েকটি সংযুক্ত অক্ষর ব্যতিরেকে) পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। কিন্তু শক অভিলেখ খুব সহজেই পাঠ করা সম্ভব হয়।

যদিও খরোষ্ঠী বর্ণমালার তুলনামূলক তালিকা প্রস্তুতের কৃতিত্ব ব্যুলার লাভ করেন।

সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধারের ইতিহাস: সিন্ধু উপত্যকার লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনবরত করে আসছেন। কিন্তু উপযুক্ত সূত্রের অভাব হেতু এই লিপির পাঠোদ্ধার কার্যে কোন সন্তোষজনক সফলতা লাভ হয়নি। তাই সিন্ধু উপত্যকার লিপির পাঠোদ্ধার কার্য এখনো পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা সংক্ষেপে উল্লেখিত হল-

1. মৈরগীর মতে সিন্ধু উপত্যকার লিপি সমূহ ভাবলেখ বা ভাবচিহ্নের(Ideogram) দ্বারা নির্মিত। তিনি প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র চিহ্নকে এক একটি ভাবলেখ মনে করতেন।
2. হন্টর এবং ল্যাঙ্গডন সিন্ধু উপত্যকার লিপি সমূহকে ব্রাহ্মী লিপির পূর্বরূপ হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত দুই লিপির একাত্মতা কেবলমাত্র বাহ্যিক। তাই যতদিন না পর্যন্ত উক্ত লিপিদ্বয়ের ধ্বনিগত সাদৃশ্য প্রমাণিত না হয়, ততদিন উক্ত মত গ্রহণীয় হবে না।
3. এশিয়া মাইনরের ঘসিট লিপিতে মুদ্রিত হিট্রাইট অভিলেখের পাঠোদ্ধারকারী জার্মান গবেষক হোস্নী'র (Hosni) মতে হিট্রাইট ও সিন্ধু উপত্যকার লিপি সমান এবং হিট্রাইট লিপির অনুসরণে সিন্ধু উপত্যকার লিপিকে পাঠ করতে হয়। তিনি প্রভূত গবেষণার দ্বারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও তাতে অনেক কাল্পনিক কাহিনীর সমাবেশ হেতু ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় হয়নি।

সিন্ধু উপত্যকার লিপির পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত পন্ডিতগণ নিরন্তর প্রচেষ্টা করে চলেছেন Tata institute of fundamental research নামক সংস্থায় সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত লিপি সমূহের পাঠোদ্ধার কার্য চলমান রয়েছে। ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি তে কম্পিউটারের মাধ্যমে উক্ত বিষয়ে গবেষণা কার্য চলছে এবং এর দ্বারা সিন্ধু উপত্যকার লিপি সমূহের অনেক গূঢ় রহস্য উদঘাটিত হচ্ছে।

oooooooooooo